নমুনা প্রকল্প

ইলিশ মাছ লবনজাতকরণ প্রকল্প

আগষ্ট ৯১—এপ্রিল ৯২

উপজেলা—পাথরঘাটা। জেলা—বরগুনা

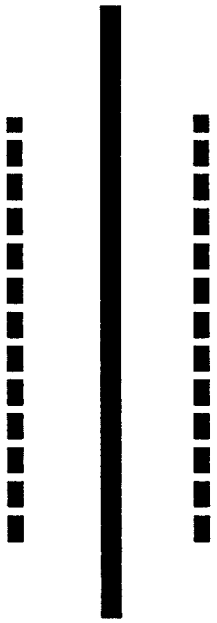

প্রকল্প প্রণয়নে ঃ

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

ও

সহকারীবৃন্দ

পাথরঘাটা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০ ভূমিকা	২১৩
০ প্রকল্প সার সংক্ষেপ	২১৩
০ প্রকল্পের বাজেট সার-সংক্ষেপ	২১৩
০ প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী	২১৪
০ সংযোজনী-১	২১৮
০ সংযোজনী-২	২১৯
০ সংযোজনী-৩	২২০
০ সংযোজনী-৪	২২১

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বরগুনা জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী খাল ও নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি উপজেলা পাথরঘাটা। এ উপজেলার ২০টি গ্রামেই অধিকাংশ জেলের বসতি। তবে উপজেলার প্রতিটি গ্রামেই কিছু কিছু জেলে পরিবার বিদ্যমান। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য আহরণ করেই কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। জেলেদের মধ্যে ৮৫% ভূমিহীন। এদের মধ্যে অনেকেই ওয়াপদা বাঁধের পাশে, নদীর তীরে সরকারী জমিতে কুড়ে ঘর তৈরী করে অন্ধকার ও স্যাঁতস্যেতে পরিবেশে বসবাস করে। জেলেদের অধিকাংশই মুসলমান। নৌকা ও জাল এদের একমাত্র আয়ের উৎস। অনেকেরই বিকল্প কর্মসংস্থান নাই। এখানে সমগ্র বৎসরই ইলিশ মাছ আহরিত হয়, তবে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রচুর ইলিশ মাছ আহরিত হয়। এখানে মাছ সংরক্ষণের কোন সুব্যবস্থা নেই। বরফ সহজলভ্য নয় বিধায় পিরোজপুর, বাগেরহাট, বরগুনা ও অন্যান্য দূরদূরান্ত এলাকা থেকে বরফ সংগ্রহ করতে হয়; যা সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়-বহুল ও কষ্টসাধ্য। বি, এফ,ডি,সি'র একটি ছোট কেনের বরফ কল আছে যা অধিকাংশ সময় অকেজো থাকে এবং উহার স্থায়ীত্বকাল অত্যন্ত কম। ফলে ঐ সময় প্রচুর ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যদি ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইলিশ মাছ লবণজাত করে পরবর্তীতে ইলিশ মাছ আক্রা মৌসুমে যশোরের নওয়াপাড়ায় এই মাছ নিয়ে বিক্রি করা যায়, তবে একদিকে মাছ নষ্ট হবে না, অন্যদিকে অধিক আর্থিক লাভবান হওয়া যাবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বে-অব-বেঙ্গল প্রোগ্রামের আওতায় পাথরঘাটা উপজেলায় জেলেদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্প নামে ১টি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রচুর ইলিশ মাছ নষ্ট হবে না, অন্যদিকে দরিদ্র ভূমিহীন জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা আয় বৃদ্ধি পাবে। ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের বিস্তৃতি ঘটবে এবং ক্রমান্বয়ে সমুদয় জেলে উপকৃত হবে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে।

প্রকল্প সারসংক্ষেপ ঃ

১.১. প্রকল্পের নামঃ ইলিশমাছ লবণজাতকরণ

১.২. প্রকল্প এলাকাঃ উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃবরগুনা

১.৩. উপকারভোগী দলঃ ১০ জন দরিদ্র ভূমিহীন পুরুষ জেলে

১.৪. প্রকল্প উদ্দেশ্যাবলীঃ

ক. ১০জন জেলের ৯মাসে জনপ্রতি ১১৮০/-টাকা বাড়তি আয়ের পথ সৃষ্টি করা এবং জনপ্রতি ৪২ শ্রম দিবস বৃদ্ধি করা

খ. বিকল্প আয়ের পথ সৃষ্টি করা এবং অন্য সকলকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা

গ. সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা

১.৫. প্রকল্প মেয়াদকালঃ আগষ্ট '৯১ ইং হতে এপ্রিল '৯২ পর্যন্ত (৯মাস)

১.৬. বাজেটঃ

ক.	মোট প্রকল্প খরচঃ	৩৫৫০০/=	টাকা
খ.	দলীয় নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগঃ	৩০০০/=	টাকা
গ.	প্রকল্প ঋণ তহবিলঃ	৩০০০০/=	টাকা
ঘ.	অফেরতযোগ্য ব্যয়ঃ	২৫০০/=	টাকা
ঙ.	প্রস্তাবিত বি, ও, বি, পি, এর আর্থিক সহায়তা (গ+ঘ)ঃ	৩২,৫০০/=	টাকা

১.৭. বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ দায়িত্বেঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, পাথরঘাটা, বরগুনা।

প্রকল্পের বাজেট সার-সংক্ষেপ ঃ

ক.	প্রস্তাবিত বি, ও, বি, পি, এর আর্থিক সহায়তাঃ	৩২,৫০০/=
খ.	প্রকল্প ঋণ তহবিল (ফেরতযোগ্য)ঃ	৩০০০০/=
গ.	দলীয় নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগঃ	৩০০০/=
ঘ.	অফেরতযোগ্য ব্যয়ঃ	২৫০০/=
ঙ.	মোট প্রকল্প খরচঃ	৩৫,৫০০/=
চ.	১২% হারে প্রকল্প ঋণের সুদঃ	২৭০০/=
ছ.	সুদসহ মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ	৩৮,২০০/=
জ.	প্রকল্প আয়ঃ	৫০.০০০/=
ঝ.	নীট লাভঃ (আয়-ব্যয়) ৫০,০০০-৩৮২০০/=	১১৮০০/=
ঞ.	জনপ্রতি লাভঃ	১১৮০/ (৯ মাসে)

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী ঃ

১. **প্রকল্পের নাম ঃ** ইলিশমাছ লবণজাতকরণ প্রকল্প

২. **প্রকল্প উপকারভোগী ঃ** উপকূলীয় ১০ জন দরিদ্র জেলে

৩. **প্রকল্প এলাকা ঃ** পাথরঘাটা উপজেলার পাথরঘাটা ইউনিয়নের অন্তর্গত চরলাঠিমারা গ্রাম। গ্রামটি উপজেলা সদর হতে ৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত

৪. **প্রকল্প মেয়াদকাল ঃ** আগষ্ট/৯১ হতে এপ্রিল/৯২ ইং পর্যন্ত=৯ মাস

৫. **পটভূমি ও যৌক্তিকতা ঃ** বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী জেলেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত। এই দরিদ্র জেলেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বে-অব বেঙ্গল প্রোগ্রামের আওতায় পটুয়াখালী ও বরগুনার উপকূলীয় এলাকায় এই পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এখানে সারা বছরই ইলিশ মাছ আহরিত হয়। তবে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রচুর ইলিশ মাছ আহরিত হয়। এখানে মাছ সংরক্ষণের কোন সুব্যবস্থা নেই এবং বরফ সহজলভ্য নয় বিধায় দূর-দুরান্ত থেকে বরফ সংগ্রহ করতে হয়; যা সময়সাপেক্ষ ব্যয়-বহুল ও কষ্টসাধ্য। ফলে উক্ত দু'মাসের আহরিত প্রচুর ইলিশমাছ সংক্ষরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প এলাকায় প্রথম ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যশোর থেকে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণে অভিজ্ঞ লোক এসে ইলিশ মাছ লবণজাত করে নিয়ে যেত। ইলিশ মাছ আক্রা মৌসুমে মাছ বিক্রয় করত। পরবর্তীতে এ এলাকার ২/৩ জন মৎস্যজীবি প্রতি বছর অতি সামান্য পরিমাণ ইলিশ মাছ লবণজাত করে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে নওয়াপাড়ায় বিক্রয় করত। মূলধনের এবং কারিগরী জ্ঞানের অভাবে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে স্বল্প পরিমাণ ইলিশ মাছ লবণজাত করায় পরিবহণ খরচও বেশী পড়ে। এদেরকে যদি ইলিশ মাছ লবণজাতকরণে আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় এবং মুলধনের যোগান দেয়া যায় তবে একদিকে ইলিশ মাছ নষ্ট না হয়ে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাছের ঘাটতি অনেকটা দূর করবে, অন্য দিকে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা আয় বৃদ্ধি পাবে। আরও উল্লেখ্য যে, নওয়াপাড়া, যশোর, চাঁদপুর, সিলেট ও চট্টগ্রামসহ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লবণজাত ইলিশের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ প্রকল্পে ১০টি জেলে পরিবারের ৫৪ জন লোক, পরোক্ষভাবে এ উপজেলার সমুদয় জেলে পরিবার উপকৃত হবে এবং এ সংরক্ষণ পদ্ধতির বিস্তৃতি ঘটবে।

৬. **উদ্দেশ্যাবলী ঃ**

ক. ১০ জন জেলের ৯ মাসে জনপ্রতি ১১৮০/- টাকা বাড়তি আয়ের সৃষ্টি করা এবং জনপ্রতি ৪২ শ্রম দিবস বৃদ্ধি করা

খ. বিকল্প আয়ের পথ সৃষ্টি করা এবং অন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা

গ. ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ইলিশ মাছ নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা এবং এ প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটানো

ঘ. সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা

৭. **প্রকল্প কার্য্যাবলী ঃ**

ক. ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের জন্য জেলে নির্বাচন

খ. চুক্তিনামা সম্পাদন

গ. গ্রুপ সঞ্চয়ী ফান্ড গঠন ও সঞ্চয় সংগ্রহ

ঘ. উপকারভোগীদের সাথে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা

ঙ. বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞলোক দ্বারা উপকারভোগীদেরকে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান

চ. লবণজাতকরণের উপকরণাদি ক্রয়

ছ. ইলিশ মাছ ক্রয়

জ. ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা

ঝ. বাজারজাতকরণ

ঞ. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ

৮. **বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ঃ**

ক. এ প্রকল্পের প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা সম্পূর্ণরূপে দায়-দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও তার কর্মচারীবৃন্দ উপকারভোগী দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উপকারভোগী দল নির্বাচনকরবেন।

গ. এ প্রকল্পের চুক্তিনামা সম্পাদনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ১ম পক্ষ ও উপকারভোগী ব্যক্তিরা ২য় পক্ষ হিসাবে স্বাক্ষর করে এ প্রকল্পের ঋণের টাকা গ্রহণ করবেন। টাকা আদান-প্রদানের জন্য ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ রেজিষ্টারে স্বাক্ষরপূর্বক হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

ঘ. উপকারভোগী দলের নামে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পাথরঘাটা শাখায় একটি গ্রুপ সঞ্চয়ী ফান্ড খুলবেন। ক্ষেত্র সহকারী প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে উপকারভোগী প্রত্যেকের নিকট হতে ১০/= টাকা হারে মাসিক সঞ্চয়ী টাকা আদায়পূর্বক ব্যাংকে জমা দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ্রুপ ফান্ডের টাকা উপকারভোগীদের সভার রেজুলেশনে $\frac{২}{৩}$ অংশের স্বাক্ষরসহ রেজুলেশনের কপি জমাদানপূর্বক গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলিত হবে।

ঙ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পাথরঘাটা শাখায় একটি রিভলভিং লোন ফান্ড খুলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সরকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও বি, ও, বি. পি, এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রিভলভিং লোন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের নীতিমালা পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে।

চ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উপকারভোগীদের ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক কর্তৃক ইলিশ মাছ কাটা, লবণজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির ওপর আগষ্ট/৯১ মাসের ১ম সপ্তাহে ৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

ছ. উপকারভোগীরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও তার কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত করবেন।

জ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও তার কর্মচারীবৃন্দ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রতি সপ্তাহে এবং পরবর্তীতে মাসে একবার প্রকল্পের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

ঝ. ক্ষেত্র সহকারী ও দুইজন উপকারভোগী যশোহরের নওয়াপাড়ায় উপযুক্ত সময়ে উক্ত মাছ বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্প ঋণ ও সুদের টাকা রিভলভিং লোন ফান্ডে জমা দিবার এবং মুনাফা উপকারভোগী ১০ জনের মধ্যে সমান হারে বন্টন করার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

ঞ. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিভলভিং লোন ফান্ডের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতিমাসে ব্যাংক ডকুমেন্টসহ প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা এর নিকট দাখিল করবেন।

৯. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ঃ

কর্ম পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্ট) অনুসারে প্রতিমাসে উপকারভোগীদের নিয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের ভেতর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা-এর নিকট দাখিল করা হবে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা উর্ধ্বতন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ফলাফল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূল্যায়নকরবেন।

প্রকল্প কর্ম—পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম ঃ ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্প

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	আগষ্ট '৯১	সেপ্টেম্বর '৯১	অক্টোবর '৯১	নভেম্বর '৯১	ডিসেম্বর '৯১	জানুয়ারী '৯২	ফেব্রুয়ারী '৯২	মার্চ '৯২	এপ্রিল '৯২
		১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪	১ ২ ৩ ৪
১	উপকারভোগী দলের সাথে আলোচনা	X →								
২	চুক্তিনামা সম্পাদন	X →								
৩	সঞ্চয়ঃ (ক) গ্রুপ সঞ্চয়ী ফান্ড গঠন	X →								
	(খ) সঞ্চয় সংগ্রহ		Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y	Z → 0 y
৪	লবণজাতকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদান	X →								
৫	লবণজাতকরণের উপকরনাদি ক্রয়	W y →								
৬	ইলিশ মাছ ক্রয়	0 → 0	0 0 (W, X) 0 (Z)	0 0 0 →						
৭	ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	0 0 0	0 (X) 0 0 0	0 0 0 0	0	y 0	0	0	0	0 X
৮	বাজারজাতকরণ								W	W
৯	নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ	→	→	→	→	→	→	→	→	→ X
১০	নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ	0 → 0	0 0	0 0	0 0	→ 0 0	0 0	0 0	0 0	0 → 0 X

W = উপকারভোগী দল
X = উপজেলা মৎস কর্মকর্তা
y = সহঃ মৎস কর্মকর্তা
Z = ক্ষেত্র সহকারী
→ = কাজের সময়
O = মনিটরিং ও মূল্যায়ন

১০. বাজেট ঃ

ক. ব্যয় ঃ

ক.১. প্রশিক্ষণ ব্যয় (অফেরতযোগ্য) ঃ

নং	ব্যয়খাত	পরিমাণ	দর/হার	নিজস্ব পুঁজি	প্রকল্প ঋণ	মোট
১.	প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় বাবদ	–	–	–	২৫০/–	২৫০/–
২.	প্রশিক্ষকের ভাতা	৩দিন	১০০/– প্রতিদিন	–	৩০০/–	৩০০/–
৩.	প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা	৩দিন	২০/– প্রতিদিন	–	৬০০/–	৬০০/–
৪.	যাতায়াত ও আপ্যায়নভাতা	–	–	–	৭৫০/–	৭৫০/–
৫.	বিবিধ	–	–	–	১০০/–	১০০/–
				মোট=	২,০০০/–	২,০০০/–

ক.২. প্রকল্প ব্যয় ঃ

নং	ব্যয়খাত	পরিমাণ	দর/হার	নিজস্ব পুঁজি	প্রকল্প ঋণ	মোট
১.	টিন ক্রয়	১০০টি	২০/–টাকা প্রতিটি	–	২০০০/–	২০০০/–
২.	লবণ ক্রয়	৫০০ কেজি	১০/ টাকা	–	৫০০০/–	৫০০০/–
৩.	ইলিশ মাছ ক্রয়	২০০০ কেজি	১০/ টাকা	–	২০,০০০/–	২০,০০০/
৪.	পরিবহন ও বাজারজাত করণ খরচ	১০০ টিন	৩০ টাকা	–	৩০০০/–	৩০০০/–
৫.	শ্রম খরচ	৩০ দিন	১০০ টাকা	৩০০০/–	–	৩০০০/–
৬.	বিবিধ খরচ				৫০০/–	৫০০/–
			মোট=	৩০০০/–	৩০৫০০/–	৩৩,৫০০/–

সংযোজনী–১

ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্পের আয়–ব্যয় বিশ্লেষণ ঃ

- বাজেট ঃ
  ব্যয় ঃ

১.১. প্রশিক্ষণ ব্যয় ঃ (অফেরতযোগ্য)

নং	ব্যয়খাত	পরিমাণ	দর/হার	নিজস্ব পুঁজি	প্রকল্প ঋণ	মোট
১.	প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় বাবদ	–	–	–	২৫০/–	২৫০/–
২.	প্রশিক্ষকের ভাতা	৩ দিন	১০০/– প্রতিদিন	–	৩০০/–	৩০০/–
৩.	প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা	৩ দিন (১০ জনের)	২০/– প্রতিদিন	–	৬০০/–	৬০০/–
৪.	যাতায়াত ও আপ্যায়নভাতা	–	–	–	৭৫০/–	৭৫০/–
৫.	বিবিধ	–	–	–	১০০/–	১০০/–
			মোট=		২,০০০/–	২,০০০/–

১.২. প্রকল্প ব্যয় ঃ

নং	ব্যয়খাত	পরিমাণ	দর/হার	নিজস্ব পুঁজি	প্রকল্প ঋণ	মোট
১.	টিন ক্রয়	১০০টি	২০/–টাকা প্রতিটি	–	২০০০/–	২০০০/–
২.	লবণ ক্রয়	৫০০ কেজি	১০/কেজি	–	৫০০০/–	৫০০০/–
৩.	ইলিশ মাছ ক্রয়	২০০০ কেজি	১০/কেজি	–	২০,০০০/–	২০,০০০/
৪.	পরিবহন ও বাজারজাত করণ খরচ	১০০ টিন	৩০/–টিন	–	৩০০০/–	৩০০০/–
৫.	শ্রম খরচ	৩০ দিন	১০০/ দিন	৩০০০/–	–	৩০০০/–
৬.	বিবিধ খরচ				৫০০/–	৫০০/–
			মোট=	৩০০০/–	৩০৫০০/–	৩৩,৫০০/–

- মোট অফেরতযোগ্য ব্যয়= প্রশিক্ষণ ব্যয়+বিবিধ ব্যয়=২০০০+৫০০=২,৫০০/–
- মোট ফেরতযোগ্য ব্যয়= প্রকল্প ঋণ–বিবিধ খরচ= ৩০,৫০০–৫০০=৩০,০০০/–
- দলীয় নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ= ৩০০০/–
- মোট প্রকল্প ব্যয়=৩৫,৫০০/–
- প্রস্তাবিত বি, ও, বি, পি, এর আর্থিক সহায়তা= ফেরতযোগ্য ব্যয়+ অফেরতযোগ্য ব্যয়
  =৩০,০০০+২৫০০=৩২,৫০০/–
- ১২% হার সুদে ফেরতযোগ্য প্রকল্প ঋণের মোট সুদ=২৭০০ (৯ মাসে)
- সুদসহ মোট প্রকল্প ব্যয়= ৩২৫০০+৩০০০+২৭০০=৩৮,২০০/–
- আয়ঃ
  প্রতি কেজি মাছের বিক্রয় মূল্য ২৫/– টাকা হারে ২০০০ কেজি মাছের মোট বিক্রয় মূল্য= ২০০০X ২৫=৫০,০০০/–
  নীট লাভ=আয়–ব্যয়=৫০,০০০–৩৮,২০০/–=১১,৮০০/–
  জনপ্রতি ৯ মাসে নীট লাভ= ১১৮০/–
  প্রকল্পে মোট শ্রম দিবস বৃদ্ধি=৩৯০+৩০=৪২০ দিন জনপ্রতি শ্রমদিবস=৪২ দিন।

সংযোজনী–২

ঋণ প্রদান ও আদায় তফসীল

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	ঋণ প্রদানের সময়	প্রদেয় ঋণের পরিমাণ (জনপ্রতি)	প্রদেয় মোট ঋণের টাকা	ঋণ আদায়ের সময়	আদায়কৃত ঋণের টাকার পরিমাণ		আদায়কৃত মোট টাকা	মন্তব্য
							আসল	সুদ(১২%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্প	আগষ্ট/৯১ হতে এপ্রিল /৯২ পর্যন্ত	১০ জন	আগষ্ট/৯১	৩০০০/	৩০,০০০/	এপ্রিল/৯২ ইং	৩০,০০০/	২৭০০/	৩২৭০০/	
						মোট=	৩০,০০০/-	২৭০০/-	৩২,৭০০/-	

সংযোজনী–৩

ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ প্রকল্পের উপকারভোগী দলের তালিকা ঃ

১.	আঃ রাজ্জাক ফকির	পিতা–মৃত	হাতেম আলী ফকির	গ্রাম চরলাঠিমারা
২.	আঃ কাদের	পিতা–	মোহাম্মদ আলী	”
৩.	মোঃ ইদ্রিস	পিতা–	আতাহার বৈদ্য	”
৪.	আঃ ছাত্তার ফকির	পিতা–	মতলেব ফকির	”
৫.	নুরুল ইসলাম	পিতা–	মোসলেম আলী হাওলাদার	”
৬.	মতিয়ার রহমান ফকির	পিতা–মৃত	হাতেম আলী ফকির	”
৭.	হাবিবুর রহমান	পিতা–	মতলেব ফকির	”
৮.	আলতাফ ফকির	পিতা–মৃত	হাতেম আলী ফকির	”
৯.	আজিজ খাঁ	পিতা–মৃত	হাচন খাঁ	”
১০.	কালাম ফকির	পিতা–	ফকরদ্দিন কাজী	”

সংযোজনী-৪

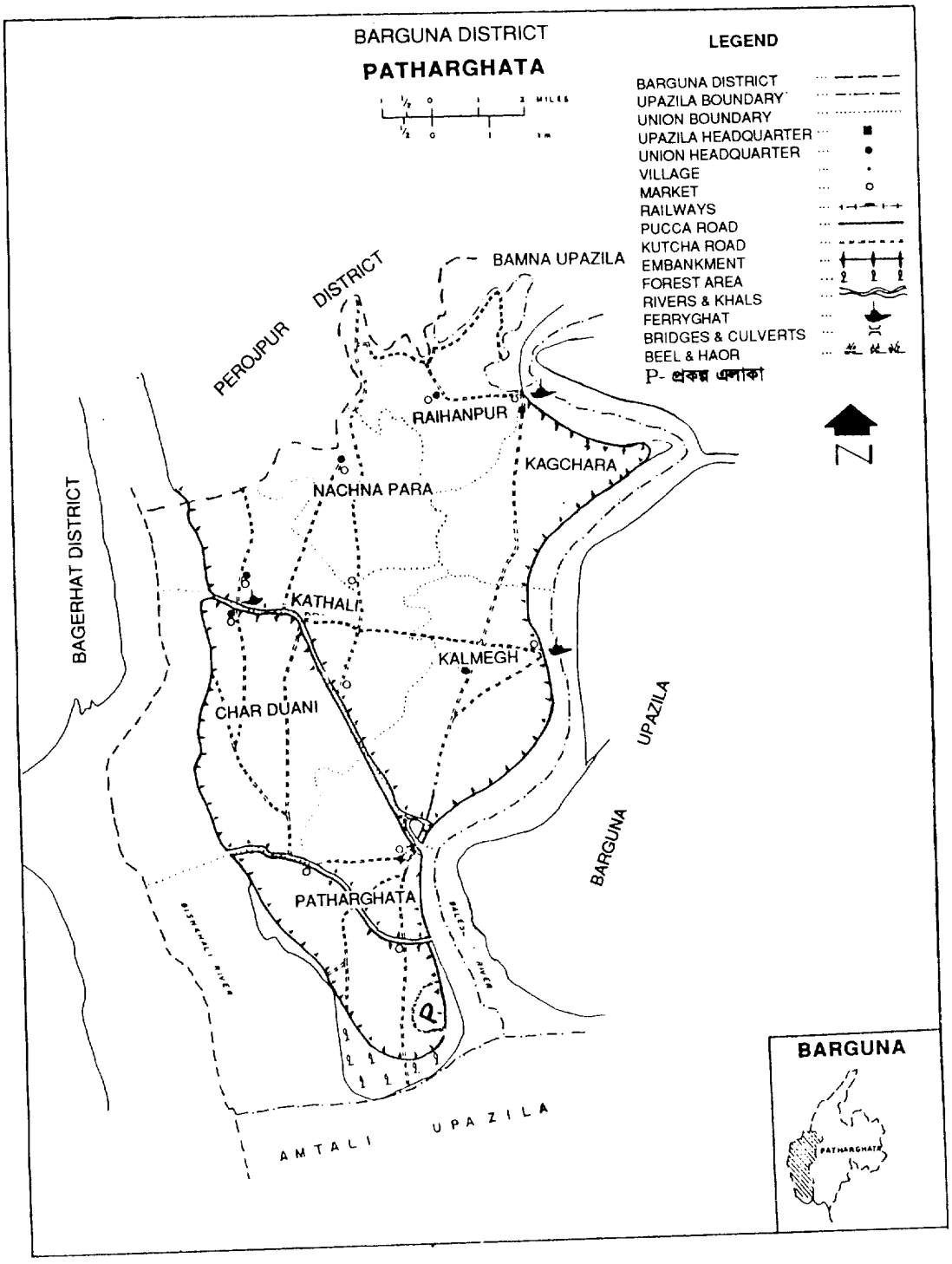
BARGUNA DISTRICT
PATHARGHATA
LEGEND
BARGUNA DISTRICT
UPAZILA BOUNDARY
UNION BOUNDARY
UPAZILA HEADQUARTER
UNION HEADQUARTER
VILLAGE
MARKET
RAILWAYS
PUCCA ROAD
KUTCHA ROAD
EMBANKMENT
FOREST AREA
RIVERS & KHALS
FERRYGHAT
BRIDGES & CULVERTS
BEEL & HAOR
P- প্রকল্প এলাকা
BAMNA UPAZILA
PEROJPUR DISTRICT
RAIHANPUR
KAGCHARA
NACHNA PARA
KATHALI
KALMEGH
CHAR DUANI
BAGERHAT DISTRICT
BARGUNA UPAZILA
PATHARGHATA
P
AMTALI UPAZILA
N
BARGUNA
PATHARGHATA